“রয়েলবেঙ্গলের রয়েছে নিজস্ব ব্যাবসায়িক পলিসি এবং শক্তিশালী টিম, যা যে কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ”

রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইনই হচ্ছে প্রথম ইউকে ভিত্তিক ব্রিটিশ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রাইভেট এয়ারলাইন যারা বাংলাদেশে আভ্যন্তরীন, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক রুটে এয়ারলাইন চালু করতে যাচ্ছে। সম্প্রতি রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি দল সফলভাবে জার্মানী সফর করে এয়ারক্রাফটের বাংলাদেশে ডেলিভারীর তারিখ চূড়ান্ত করে এসেছেন। রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের ভাইস চেয়ারম্যান হিরন মিয়া দৃঢ়তার সাথে জানান- এয়ারক্রাফটটি ১লা জুন বুঝে পাওয়ার পর লিবারী (ডেকোরেশন) কাজ ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদী জার্মানীতে সম্পন্ন করে বাংলাদেশে পৌঁছার পর ইন্‌শাআল্লাহ রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের পূর্ণ কার্যক্রম চালু হবে। তিনি আরও জানান প্রথম এয়ারক্রাফটি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে জার্মানী ছেড়ে যাওয়ার পরপরই রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইনের ২য় এয়ারক্রাফটির লিবারী (ডেকোরেশন) ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পরিকল্পনা ছিল এয়ারক্রাফটের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশে সম্পন্ন করার কিন্তু জার্মানীতে উচ্চমান ও খরচ কম হওয়ায় কাজগুলো সেখানেই করানোর সিদ্ধান্ত হয়। আভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রুটে এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালুর প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত অনুমতি সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যে এভিয়েশন পরিচালনায় দক্ষতা সম্পন্ন একটি টিম বাংলাদেশে পৌঁছেছেন।

রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের একজন বিনিয়োগকারী ও অনারারী ডাইরেক্টর নাজমা বেগম বলেন- আমি রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের টিমের কার্যক্রমে আভিভূত এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে ইউকে ও বাংলাদেশের পুরো টিমের উপর। রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের কেনা এয়ারক্রাফট দেখে আমি খুবই আনন্দিত- আমি চাই এয়ারক্রাফটি যথাশিগ্রিই সম্ভব আমার দেশে দেখতে। রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইন টিম তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত সবধরনের তথ্যাদি বিনিয়োগকারীদের অবগত করছেন সাথে সাথে রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইনের ওয়েবসাইটেও আপডেট তথ্য পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় প্রতিমাসে রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের সাথে নিবন্ধিত হাজার হাজার শুভানুধ্যায়ীদের ইমেলের মাধ্যমে আপডেট তথ্যাদি জানানো হচ্ছে।

রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনই হচ্ছে প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী ইউকে ভিত্তিক প্রাইভেট এয়ারলাইন যারা তাদের এয়ারক্রাফট সম্পূর্ণ নগদ পয়সায় কিনেছেন। এ ব্যাপারে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুহাম্মদ সেলিম রহমান বলেন, “আমরা আমাদের প্রথম এয়ারক্রাফটটি লীজে না নিয়ে সম্পূর্ণ নগদে ক্রয় করেছি যাতে রয়েলবেঙ্গলের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও বাড়বে এবং প্রতিযোগীতামূলক বাজারে কমমূল্যে যাত্রীসেবা দিতে সক্ষম হবে। রয়েল বেঙ্গলের রয়েছে নিজস্ব ব্যাবসায়িক পলিসি এবং শক্তিশালী টিম, যা যেকোন ব্যবসার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা বাংলাদেশের আকাশে খুব শীঘ্রই রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইনের গর্জন শুনব”।

প্রথম এয়ারক্রাফটির চূড়ান্ত পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বর্তমানে জার্মানীতে চলছে। বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর পরই ফ্লাইট শুরু হবে। উল্লেখ্য যে, রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের এয়ারক্রাফটির কালার ও ডিজাইন চূড়ান্ত করার পর এখন পেইন্টিং-এর কাজ চলছে।

আভ্যন্তরীন ও আঞ্চলিক ফ্লাইট চালুর জন্য দ্রুততম সময়ে রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইন বিভিন্ন পদে সতর্কতার সাথে অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ করছে। যেমন- অতিরিক্ত পাইলট, কেবিন ক্রু এবং বিমান বন্দর কর্মী।

ইতিমধ্যে রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনের প্রথম ট্রাভেল শপের কাজও শেষ হয়েছে যা শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু করবে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের ট্রাভেল শপ ইউকে, বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এলাকায় খোলা হবে। এছাড়াও শীঘ্রই অত্যাধুনিক অনলাইন টিকেট বুকিং সিস্টেম চালু করা হবে যাতে যাত্রীরা কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়াই সরাসরি অগ্রিম টিকেট কিনতে পারেন।

মার্কেটিং ডাইরেক্টর শাহ ইউসুফ জানান, রয়েল বেঙ্গল এয়ারলাইনে বিনিয়োগের সময়সীমা শেষ হওয়ায় সাময়িকভাবে প্রচার মাধ্যমে কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বন্ধ রয়েছে। রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইনের টিকেট বিক্রি চালু হওয়ার সাথে সাথে প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আবার চালু হবে। ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইনের পরবর্তী বিপনন বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে টিকেট বিক্রির প্রমোশন, ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স, রয়েল বেঙ্গল ব্রান্ডিং এবং আকর্ষণীয় হলিডে প্যাকেজ। *অফার এবং রয়েলবেঙ্গল এয়ারলাইনের কার্যক্রমের আপডেট জানতে হলে www.royalbengalairline.com -এ লগ অন করুন অথবা 020 85144744 নাম্বারে ফোন করুন।*